দামুড়হুদায় ইউএনও দিলারা রহমান বদলি নবাগত ইউএনও তাছলিমা আক্তারের বরণ

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের আয়োজনে পদন্নোতি পেয়ে বিদায়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এর বদলি এবং নবাগত নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার বরণ ও যোগদান উপলক্ষে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেক সহ উপজেলর সকল পর্যায়ের অফিসার, ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দ প্রমূখ।

উপজেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানকে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের পরিকল্পনা কমিশন হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগের সিনিয়র সহকারী প্রধান (সিনিয়র সহকারী সচিব) হিসেবে ন্যাস্ত করে পদন্নোতি দিয়ে বদলি করা হয়েছে ।

এ উপলক্ষে উপজেলা পরিষদের আয়োজনে রবিবার বিকাল ৪ টার দিকে উপজেলা পরিষদ সন্মেলন কক্ষে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাছলিমা আক্তারকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করা হয়েছে।

নবাগত ইউএনও তাসলিমা আক্তার ৩১ তম বিসিএস ক্যাডারের উত্তির্ন হয়ে তার কর্মজীবন শুরু করেন। উল্লেখ যে, এখানে যোগদানের আগে তিনি সাতক্ষীরা জেলাার দেভাঁটা উপজেলায় নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
বিদায়ী দামুড়হুদা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান তাঁর অফিসিয়াল ফেসবুকপেইজে দামুড়হুদা উপজেলার বাসীর উদ্দেশ্য যা বলেছেনঃ

বিদায় দামুড়হুদ ! বিদায় শব্দটা সত্যিই বড়ই কঠিন। এক বছর সাড়ে তিন মাস খুব বেশি সময় না হলেও মনে হচ্ছে বহুবছর দামুড়হুদা উপজেলায়

দায়িত্ব পালন করেছি। দামুড়হুদাবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালবাসায় আপ্লুত হয়েছি। দামুড়হুদা উপজেলায় চাকরির এই সময়টা আমার সারাজীবন একটু ভিন্নভাবে মনে থাকবে। চেষ্টা করেছি শতভাগ সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে। কতটুকু করতে পেরেছি তা এই মূহূর্তে বলতে পারছিনা, সেটা মূল্যায়নের দায়িত্ব দামুড়হুদাবাসীর উপর ছেড়ে দিলাম।

বিদায়বেলায় বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জেলা প্রশাসক স্যার, সকল জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তাবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ ও সুধীবৃন্দের প্রতি।

আমার শেষ কর্মদিবস দামুড়হুদা । পরবর্তী গন্তব্য প্লানিং কমিশন, ঢাকা। আমি শুধু আপনাদের সকলের দোয়া চাই। আমার ও আমার পরিবার পরিজনের জন্য সকলে দোয়া করবেন। ভাল থাকুক দামুড়হুদাবাসী। আল্লাহ হাফেজ।

এ বিষয়ে নবাগত ইউএনও বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠানে উপজেলার সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

কালীগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে গ্রামে প্রবেশ নিষেধ, দল থেকে অব্যাহতি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের আলাইপুর গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্ষাতনকারী সেই আলোচিত সেচ্ছাসেবকলীগ নেতা মিজানুর রহমানকে অবাঞ্চিত ঘোষনা করা হয়েছে। এখন থেকে সে আর ওই গ্রামের দাসপাড়াতে আসতে পারবে না।

সেই সাথেই গ্রামের মধ্যে কোন দোকানে তাসের আড্ডা বা রাতে দোকান খোলা রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গত শনিবার রাত ৯ টায় আলাইপুর দাসপাড়াতে গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার গ্রামের শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে এ কঠোর সিদ্ধান্ত

ঘোষনা করেন।

এ সময়ে পূজা পরিষদ, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ ও স্থানীয় আ’লীগের নেতৃবৃন্দ সহ গনমাধ্যমের কর্মীগন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনকারী ১ নং সুন্দরপুর-দুর্গাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও পাশর্^বতী আলুকদিয়া পাড়ার মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে গ্রামবাসী কর্তৃক ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক বরাবর এক অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়। এ নিয়ে প্রতিবাদি হয়ে উঠে মানবাধিকার সংগঠনগুলো।

গত শনিবার রাতে ওই গ্রামের সকল মানুষের উপস্থিতিতে সভাতে কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজী আনার বলেন, আওয়ামী লীগের নাম ভাঙ্গিয়ে নীরিহ মানুষের উপর নির্যাতনকারী কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। ইতিমধ্যে ওই মিজানুরকে সেচ্ছাসেবক লীগ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। সেই সাথেই সেচ্ছাসেবক লীগ কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার কমিটিকেও বিলুপ্ত করা হয়েছে।

সভাতে গ্রামবাসীদের কথা শুনে তিনি সিদ্ধান্ত দেন, এখন থেকে মিজানুর আর এ পাড়াতে আসতে পারবে না। তাকে গ্রামের বাইরে দিয়ে চলাচল করতে হবে। যদি সে পূনরায় এ গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক আইনের কঠোরতম ব্যাবস্থা গ্রহন করবেন।
এমপি আরো বলেন, গ্রামের মানুষদের শান্তিতে বসবাসের জন্য রাতে এ গ্রামে কেউই দোকান খোলা রেখে আড্ডা বা তাস খেলা করতে পারবে না। এমপির এমন কঠোর সিদ্ধান্ত ঘোষনায় উপস্থিত গ্রামবাসীরা করতালীর মাধ্যমে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ সহ তাকে অভিনন্দন জানান।

এ শালিশ বৈঠকে কালীগঞ্জ উপজেলা পূজা ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ নেতা, প্রশান্ত কুমার খা, উজ্জল অধিকারী, বাবু মন্টু গোপাল, আ’লীগ নেতা ফরিদ উদ্দিন ও স্থানীয় ইউপি সদস্য সহ গনমাধ্যমের কর্মীগন উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান শুরু

মহামারি করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কমায় দীর্ঘদিন পর আজ রোববার সরকারী নির্দেশনায় সারাদেশের মতো কুষ্টিয়ার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খুলে দেওয়া হয়েছে।

শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি মেন শুরু হয়েছে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে স্বশরীরে পাঠদান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সময় ফুল দিয়ে বরণ করে নেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। শরীরের তাপমাত্রা মাপার পর প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সাবান দিয়ে হাত ধুইয়ে শ্রেনী কক্ষে প্রবেশ করানো হয়। এছাড়াও শ্রেনী কক্ষে পাঠদান শুরুর আগে করোনা সংক্রমন প্রতিরোধে করনীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের মাস্ক পরাসহ শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন কঠোরভাবে নজরদারীতে রেখেছেন শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে সকালে পরিদর্শনে আসেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, জেলা শিক্ষা অফিসার জায়েদুর রহমান সহ সংশ্লিষ্টরা। এসময় তারা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক দের সাথে কথা বলেন ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে করোনার সচেতনতা বিষয়ক নানান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোজাম্মেল হক বলেন, শিক্ষার্থীদের দির্দেশনা দেয়া হচ্ছে এবং সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনেই ক্লাস নেয়া হচ্ছে।

সহকারী শিক্ষক নাদিরা খানম বলেন, দীর্ঘদিন পর আজকে প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ৮০%। স্কুলে একটা আনন্দ উল্লাস বিরাজ করছে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ উল্লসিত আমরা সবাই।

তিনি বলেন, আমাদের স্কুলের প্রধান ফটক বেলুনের গেট করে সেখান থেকে ফুল, স্যানিটাইজার ও মাস্ক দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে আনন্দ ঘন

পরিবেশে প্রবেশ করানো হচ্ছে সকল শিক্ষার্থীদের।

উপমা নামের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী বলেন, কতদিন স্কুলে আসা হয়নি। দেখা হয়নি, প্রিয় শিক্ষক সহ সহপাঠীদের। আজকে স্কুলে এসেই মনটা আনন্দে ভরে গেলো। মনে হচ্ছে আজকে আবার সেই প্রথম দিনের মতো নতুন করে স্কুলে আসলাম।

কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক এফতেখাইরুল ইসলাম বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুসারেই আমরা বিভিন্ন ভাগে ক্লাস নিচ্ছে, শিক্ষার্থীদের তাপমাত্রা ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করেই কেবল বিদ্যালয়ের গেট দিয়ে প্রবেশ করাচ্ছি। এছাড়াও স্বাভাবিক সকলের পরিবারের খোঁজ নিচ্ছি সকল শিক্ষার্থীর পরিবার করোনামুক্ত কিনা?

মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাদিয়া বলেন অনেক দিন পর স্কুলে এসে খুব আনন্দ লাগছে। স্কুল খুলে দেয়ায় আমরা আবার শিক্ষার্থীরা মিলে পড়াশোনা শুরু করবো।

এদিকে, বন্যাকবলিত হওয়ায় দৌলতপুরে বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান বিরত রাখা হয়েছে। বন্যার পানি নেমে গেলেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান শুরু হবে।

৫৪৪ দিন পর মহেশপুর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাজলো ছুটির ঘন্টা

দীর্ঘদিন পর শুরু হয়েছে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান কার্যক্রম। তারই ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহের মহেশপুরের সবচেয়ে পুরাতন ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয় মহেশপুর সরকারি পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

রবিবার মহেশপুর সরকারি পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার ঘোষিত নানা দিক নির্দেশনা

মোতাবেক স্বাস্থ্য বিধি নিশ্চিত করে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলছে পাঠদান কার্যক্রম। শিক্ষার্থীদের পদচারনায় আবার মুখরিত হয়ে উঠেছে বিদ্যালয় প্রাঙ্গন। অনেকদিন পর প্রিয় বিদ্যালয়ে আসতে পেরে উচ্ছ্বসিত ও উৎফুল্ল শিক্ষার্থীরা।

উপজেলা শিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলো খোলার আগে থেকেই উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গন ও পাঠদানের কক্ষ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করাসহ অন্যান্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান গেইটে শিক্ষার্থীদের মাস্ক প্রদান, স্প্রে করা, ও শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করে ও ফুলেল শুভেচছা জানিয়ে শ্রেনীকক্ষে কক্ষে প্রবেশ করানো হয়েছে ।এছাড়াও প্রতিটি কক্ষে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের বসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানায় দীর্ঘদিন পরে প্রিয় বিদ্যালয়ে আসতে পেরে তারা খুবই খুশি। সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনেই শিক্ষকরা তাদের শ্রেনি কক্ষে প্রবেশ করিয়েছে। এভাবেই তারা আগামীতেও স্কুলে আসতে চায়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জহুরুল ইসলাম বলেন, স্বাস্থ্য বিধি মেনে ১০ টা হতে ১ টা অব্দি পাঠদান করানো হবে। পাঠদানের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের প্রথমেই করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করনীয় বিধি ও সরকারের নির্দেশনাগুলো ভালো ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রতিদিন আমরা প্রতিটি শ্রেণি কক্ষ জীবানুনাশক দিয়ে পরিস্কার করছি। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বেঞ্চে চিহ্নত করেছি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মামুনুল করিম বলেন, সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে উপজেলার সকল বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। আগামীতেও সকল স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব এবং সরকারের জারি করা নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য স্ব-স্ব বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেছি। যেন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মের কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের মতবিনিময় সভা

প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি ও এমপিও ভুক্তির দাবীতে ঝিনাইদহে মতবিনিময় সভা করেছে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদর।

রোববার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি জেলা শাখা। পরিষদের সভাপতি আব্দুস সামাদ শফি’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আহ্বায়ক আরিফুর রহমান অপু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সমন্বয়ক এস এম উজ্জল, সদস্য সচিব আসাদুর রহমান। সভায় ঝিনাইদহ, যশোর ও নড়াইল জেলার শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা শেষে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রদাণ, শিক্ষা উপকরণ শতভাগ বিতরণ, শিক্ষকদের শতভাগ বেতন ভাতা ও সকল সুবিধা প্রদাণসহ সরকারের প্রতি ১১ দফা দাবী সম্বলিত স্বারকলিপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর পেশ করেন।

মেহেরপুরে ৬ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ৩ জন, গাংনী ১ জন, মুজিবনগরে ২ জন।

রবিবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য

নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ৭৮ টি। তারমধ্যে ৬ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৩৩ জন। তার মধ্যে সদরে ৮ জন, গাংনীতে ১৩ জন এবং মুজিবনগরে ১২ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৭৯ জন ।

মৃতদের মধ্যে সদরে ৮২ জন, গাংনী ৫৮ জন ও মুজিবনগরে ৩৯ জন।

কোটচাঁদপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে ৬০ বছরের বৃদ্ধের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর রেলওয়ে স্টেশনের অদূরে ট্রেনে কাটা পড়ে সিরাজ মন্ডল (৬০) নামে একজন মারা গেছেন। নিহত সিরাজ মন্ডল সাফদার ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের মৃত লবা তরফদারের ছেলে।

গত শনিবার আনুমানিক রাত ১১ টার দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা সৈয়দপুর গামী সীমান্ত এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঈশ্বরদী দিকে যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তিনি বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন রোগী। এর আগে তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করতে যেয়ে কয়েক বার বেঁচে গেছেন। গত শনিবার সন্ধার সময় ছেলের কাছে চায়ের দোকানে বাকী বিল দেবে বলে ২০০ টাকা চাইলে ছেলে হাবিবুর রহমান (অন্তর) টাকা দেই এক শত এবং বলে দেয় ৫০ টাকা দোকানে দিবে আর ৫০ টাকা তুমি চা বিড়ি কিনবে, কিন্ত টাকা দিতে দেরি হওয়ায় রাগে ক্ষোভে রাত ১১ টার দিকে বাড়ির পাশে চার শত গজ দূরে বাগান মাঠ নামক স্থানে ট্রেন লাইনে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করেন।তাতে দেহ দ্বিখন্ডিত হয়ে মৃত্যু ঘটে।

এবিষয়ে সাফদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির কর্তব্যরত অফিসার আইসি ওজিয়ার রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে(১২ সেপ্টেম্বর)রবিবার সকাল আট টার সময় দূর্ঘটনার জায়গাটি পরিদর্শন করেন।

তিনি জানান,এটি ট্রেন দূর্ঘটনা,যার কারনে এটা রেলওয়ে পুলিশ তদন্ত করবে এবং তারা লাশটি হস্তান্তর করবে।তারা না আসা পর্যন্ত লাশটি দেখার দ্বায়িত্ব আমাদের।

এবিষয়ে রেলস্টেশনের কর্তব্যরত মাষ্টার নুরুল হক জানান,দূর্ঘটনার সাথে সাথেই খুলনা ও যশোর জিআরপি পুলিশ ফাঁড়ির নির্দেশে রবিবার সকালে লাশ ময়না তদন্তের জন্য যশোর নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনে মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে চুয়াডাঙ্গা জেলায় বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত অফিসার ফোর্সদের সমন্বয়ে মাষ্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সাড়ে নয়টার সময় উক্ত মাষ্টার প্যারেডের অভিবাদন মঞ্চ থেকে সালামী গ্রহণ ও প্যারেড পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নিয়মিত প্যারেড অনুশীলন পূর্বক প্যারেডের মান অধিকতর ভাল করার নির্দেশ প্রদান করেন।

প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার ফোর্সদের মধ্যে শারীরিক ফিটনেস ও টার্ন আউট ভাল হওয়ায় জিএস (গুড সার্ভিস) মার্ক প্রদান করেন। করোনা মোকাবেলায় সকলকে সতর্ক অবস্থায় ডিউটি পালন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম, সকল অফিসার ইনচার্জগন, ডিআইও-১, জেলা বিশেষ শাখা, আরআই পুলিশ লাইন্স ও সকল থানা/ফাঁড়ি/তদন্তকেন্দ্র, ক্যাম্প ইনচার্জ এবং মাস্টার প্যারেডে অংশগ্রহণকারী সকল পর্যায়ের অফিসার-ফোর্সগন।

চুয়াডাঙ্গায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ

রবিবার থেকে সারা দেশে একযোগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হলো। দীর্ঘ ৫৪৪ দিন পরে স্কুলে ফিরেছেন শিক্ষার্থীরা ।শিক্ষার্থীদের পদচারনায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে যেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলো ।

প্রায় দেড় বছর পরে আবার খুলেছে স্কুল, সকাল থেকেই হৈ চৈই মুখোরিত স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গণে । অনেকদিন পরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরতে পারায় আনন্দ উত্তেজনা বিরাজ করছে প্রতিটি শিক্ষার্থীদের মাঝে। তাছাড়া চুয়াডাঙ্গায় বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নানা আয়োজনে শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরন করে নিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সব থেকে বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাথে চুয়াডাঙ্গা ভি জে উচ্চ বিদ্যালয় চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং চুয়াডাঙ্গা সরকারি মহিলা কলেজের সাথে চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফুল দিয়ে এবং বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেয়া হয়।

স্কুল কলেজ খোলায়,শিক্ষক,অভিভাবকেরা বেশ খুশি। তারা বলছেন দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকার কারনে ছেলেমেয়েকে নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছি । এখন প্রতিষ্ঠান গুলো খোলায় দুশ্চিন্তার অবসান হলো ।

এছাড়া কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সাথে কথা বলে জানা যায় তারা শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির নির্দেশ ক্রমে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই স্বাস্থ্যবিধিমালা অবলম্বন করেছেন। মাস্ক পরা ,হাত ধোয়া এবং নির্দিষ্ট দুরত্ব বজায় রেখে নিয়মিত ক্লাস পরিচালনা করা হবে । তবেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে করোনার ঝুঁকি কমিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে বলে মনে করেন তারা।

এছাড়া অভিভাবকেরা মন্তব্য করেন আমাদেরকে একটা বিষয়ে মনে রাখতে হবে বর্তমানে কোভিড-১৯ এর সংক্রমন কমেছে কিছুটা কিন্তু একদম চলে যায়নি । আমাদের বাচ্চারা যাতে কোনভাবেই কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে সবার ।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডঃ এ কে এম সাইফুর রশিদ বলেন করোনাভাইরাসের কারণে গত বছরের ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েকবার চেষ্টা করেও এই মহামারির কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খোলা সম্ভব হয়নি ।

এসময় তিনি আরও বলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং সকলকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক নিশ্চিত করার মাধ্যমেই চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের পাঠদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের রোভার স্কাউট এর সদস্যরা সকলের মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিশ্চিত করেন। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃত্যুর হার কম থাকার কারণে খোলা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটা পিছিয়ে পড়লেও সংক্রমনের হাত থেকে বেঁচেছে অনেক শিক্ষার্থী।

শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ, দেড় বছর পর বাজলো ঘন্টা

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ। দেড় বছর পর বাজলো ঘন্টা। মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কমে যাওয়ায় প্রায় দেড় বছর পর রবিবার (১২ সেপ্টেম্বর) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শ্রেণী কক্ষে সশরীরে পাঠদান শুরু হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রথম দিনে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করা হয়েছে।